তারিখ 28 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

কালের কণ্ঠ

ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের সুখ-দুঃখ

যুবায়ের আহমাদ ▷

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশদের হাতে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রণীত একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসা। মুসলিম শিশুদের শিক্ষা শুরু হতো কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে। তৎকালীন সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ ইসলামী। বিখ্যাত একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, 'Between the age of four and five years the Muslim boys and girls were required to attend the Primary Madrasah for their primary education. It was customary to start with Bismillah ceremony of a boy or girl at the age of four years, four months and four days.' (A. R. Mallic, British policy and Muslim in Bengal : 149).—অর্থাৎ 'মুসলিম বালক-বালিকাদের জন্য চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এটা ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা যে যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন পূর্ণ হলে 'বিসমিল্লাহ অনুষ্ঠান' নামের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শিক্ষার সূচনা হতো।' পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শোনানো হতো, শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত।

> ছয় হাজার ৮৪৮টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় ৩৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত থাকলেও মাত্র এক হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার ছয় হাজার ৭৬ জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত। তা-ও ২০১৩ সালের আগ পর্যন্ত ৫০০ টাকা এবং বর্তমানে এক হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। বেতন-ভাতা না পাওয়ায় অনেক ইবতেদায়ি মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে এরই মধ্যে

প্রাথমিকের সীমা অতিক্রম করার পর মাদ্রাসায় তাদের ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে হতো। ৭০০ বছরের মুসলিম শাসনের সময় উপমহাদেশের মাদ্রাসাগুলোর ব্যয়ভার বহনের জন্য বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করা ছিল। ব্রিটিশরা এসে প্রাথমিক শিক্ষার শত শত বছর ধরে চলে আসা সেই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়। মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করা সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে দিয়ে চাপিয়ে দেয় ধর্মহীন প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু মুসলমানরা তাদের ঘরগুলোকে মাদ্রাসা বানিয়ে ইসলামী শিক্ষা জীবিত রেখেছে। মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া কর্তৃক ১৯১১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলেও বাংলা-ইংরেজির মতো তাফসিরসহ কোরআনুল কারিম পাঠ ছিল বাধ্যতামূলক। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা উদ্ধার হলেও ওয়াকফ করা সম্পত্তি আর ফিরে পায়নি আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের ধারক মাদ্রাসাগুলো। ক্রমবর্ধমান ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করতে বাংলাদেশে চালু হয় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা। হতাশার বিষয় হলো, আদর্শ দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি তৈরির এই প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো চরম অবহেলিত। মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তর হলো ইবতেদায়ি। প্রাথমিক স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করে স্কুলের ছাত্ররা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ফলে হাই স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর অভাব হয় না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম মিলেও একটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাও না থাকায় শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি দাখিল (মাধ্যমিক) মাদ্রাসাগুলো ছাত্র সংকটে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। অদ্যাবধি বিদ্যমান ছয় হাজার ৮৪৮টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় ৩৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত থাকলেও মাত্র এক হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার ছয় হাজার ৭৬ জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত। তা-ও ২০১৩ সালের আগ পর্যন্ত ৫০০ টাকা এবং বর্তমানে এক হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। বেতন-ভাতা না পাওয়ায় অনেক ইবতেদায়ি মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে এরই মধ্যে। হাজার হাজার শিক্ষক কোনো বেতন-ভাতা না পেয়েই অবসর গ্রহণ করেছেন। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলেও কেউ যেন ইবতেদায়ি শিক্ষকদের করুণ আর্তনাদ শুনছেন না। দৃষ্টি দিচ্ছেন না তাঁদের মানবেতর জীবনযাপনের দিকে। ১৯৯৪ সালে একই পরিপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ৫০০ টাকা ভাতা পেতেন। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়, কিন্তু একই সময়ে রেজিস্ট্রিকৃত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর ভাতা ৫০০ টাকাই থেকে যায়। এমনকি বিগত চারদলীয় জোট সরকার গণমানুষের ইসলামী মূল্যবোধকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এলেও একটিবারের জন্যও ফিরে তাকায়নি এই চরম অবহেলিত ইবতেদায়ি শিক্ষকদের দিকে। রেজিস্টার্ড স্কুলগুলো সরকারীকরণের ঘোষণার দিন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণের ঘোষণাও করেছিলেন। সেই থেকে ইবতেদায়ি শিক্ষকরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। একই বছর তাঁদের (এমপিওভুক্ত ছয় হাজার ৭৬ জন শিক্ষকের) ভাতা ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু প্রথমিক স্তরের এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের কোনো উদ্যোগ এখনো লক্ষ করা যাচ্ছে না। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি তিনটি প্রস্তাব তৈরি করেছে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সর্বোচ্চ ইবতেদায়ি শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই জাতীয় স্কেল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জাতীয়করণের কথা বলা হয়নি। (যুগান্তর : ২৭-০৯-২০১৬) সম্পূর্ণ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার এ সময়েও কি এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের সাধ্য রাষ্ট্রের নেই, নাকি 'মাদ্রাসা' বলেই অবহেলার চোরাবালিতে পড়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো?

অস্বীকার করার উপায় নেই যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু মেধার স্বাক্ষর রাখছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, জুয়া, ইয়াবা, ফেনসিডিলের মতো মাদকসহ সব ধরনের অসামাজিক কর্মকাণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক অনেক কম। এমনকি ধূমপানেও তাদের হার প্রায় শূন্যের কোটায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত প্রশংসিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন ওই ইবতেদায়ি শিক্ষকরা। আশা করি, তাঁদের হতাশ করা হবে না।

এমপিও বা কোনো প্রকার বেতন-ভাতা না পাওয়ায় যেসব মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে, সেগুলোতে প্রাণসঞ্চারকরণসহ সব (ছয় হাজার ৮৪৮টি) স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ অথবা শিক্ষকদের ন্যূনতম প্রথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের মূল অংশ (এমপিও) দিয়ে সেগুলো জীবিত করা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আবেদন, আপনার আমলে দেশের সব ক্ষেত্রেই যেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে, সেখানে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো কেন বঞ্চিত হবে? আজ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন ওই সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

লেখক : খতিব, বাইতুশ শফিক মসজিদ
বোর্ড বাজার (আ. গনি রোড), গাজীপুর